আত্মহত্যার চুক্তি স্বাক্ষর

লুৎফর রহমান রিটন

শাইখুল হাদিসের ফতোয়ার দলিলে
স্বাক্ষর করে যদি আবদুল জলিলে—
তবে সেটা হয় মূল চেতনা বিসর্জন
ফতোয়াবাজের কাছে আত্নসমর্পণ।

আওয়ামী লীগের ছিলো কী বিপুল গর্ব
চুক্তিটা স্বাক্ষরে হলো সেটা খর্ব।
আওয়ামী লীগের ছিলো যুক্তিটা শানিত
স্যেকুলার চিন্তায় চেতনায় প্রাণিত
ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা-কৃষ্টি
ইতিহাস একদিনে হয় নাই সৃষ্টি
আওয়ামী লীগের ছিলো নিজস্ব শক্তি
"মুজিব-আওয়ামী লীগে" মানুষের ভক্তি
তছনছ করে দিয়ে শত ষড়যন্ত্র
সত্তুরে বাঙালির মুক্তির মন্ত্র
ধারণ করেছে একা এই দল অতীতে,
স্বাধীনতা এসেছিলো উত্তাল গতিতে।
আওয়ামী লীগের ছিলো সংগ্রামী সৌরভ
আওয়ামী লীগের ছিলো বিজয়ীর গৌরব।

স্যেকুলার চেতনায় জাতি উদ্বুদ্ধ
আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতাযুদ্ধ
আমাদের অর্জন ফতোয়ায় গড়া নয়
ধর্ম ও রাষ্ট্রকে একাকার করা নয় ।
ধর্মীয় সম্প্রীতি যার মূলমন্ত্র
আজ তাকে ধ্বংসের একি ষড়যন্ত্র?
উবে যায় বিশ্বাস কেঁপে ওঠে ভিত তো
আত্নবিসর্জনে শঙ্কিত চিত্ত।

তরুণ যুবক থেকে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ
আওয়ামী লীগকে করে রেখেছিলো ঋদ্ধ
বাঙালির অন্তরে ঠাঁই ছিলো তার যে
জাতি আজ বিস্মিত প্রতারণা-কার্যে
আত্নহত্যাসম অশুভ এ ভ্রান্তি
ভয়াল গ্রহণকাল ভয়াবহ ক্রান্তি .....
মৃত্যুর ফরমান খেলাফত-চুক্তি
ফতোয়ার হাত থেকে জাতি চায় মুক্তি।

এ দলের কর্মীরা মৃত্যুকে ডরে না
শত ঝড় ঝঞ্জায় নীতি থেকে সরে না
নেতা ডিগবাজী খায় কর্মীরা খায় না
আদর্শ থেকে একচুল সরে যায় না
তৃণমূল পর্যায়ে এ দলের বিস্তার
সহজে ফতোয়াবাজ পেয়ে যাবে নিস্তার?

লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পী ও আঁকিয়ে
মুক্তবুদ্ধিমনা মানুষেরা তাকিয়ে
একটু সুমতি চায় আজ অহোরাত্র
বধু-মাতা-কন্যা ও শিক্ষক-ছাত্র
কেউ এ দেউলেপনা প্রত্যাশা করে না
(আওয়ামী লীগের প্রতি স্বপ্নটা মরে না .....)

শাইখুল-আমিনীরা নিজামীর কেষ্টো
নানান ব্যানারে দেখি একই মেনিফেস্টো
চান-তারা আঁকে ওরা আমাদের পতাকায়
অবনত মস্তকে সই করি ফতোয়ায়?

সমঝোতা চুক্তিটা পরাজয় কাহিনী
এরকম সমঝোতা স্বপ্নেও চাহি নি।
আদর্শ বিরোধী এ চুক্তিটা মানি না
তাতে কিছু এসে যাবে? জানি না তা জানি না.....

অটোয়া,কানাডা॥ ২৪ ডিসেম্বর ২০০৬
riton100@gmail.com